দৈনিক জনকণ্ঠ

১৮ মার্চ

তারিখ 05 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

# চবিতে কর্মচারী নিয়োগের নামে অর্ধকোটি টাকার বাণিজ্য

এহসান জুয়েল, চবি ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ৬৬ কর্মচারী নিয়োগের নামে লেনদেন হয়েছে প্রায় অর্ধকোটি টাকা। দলীয়করণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে ক্ষমতায় থাকাকালীন শেষ এক বছরে এসব নিয়োগ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি, রেজিস্ট্রারসহ স্থানীয় একটি সিন্ডিকেট। অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়া কর্মচারীদের মধ্যে ৪৫ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কোন বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোর মতামতবিহীন নিয়োগ দেয়া হয় ৩০ কর্মচারীকে। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে অনিয়মের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া এসব কর্মচারীকে শেষ পর্যন্ত চাকরিচ্যুত করতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত চবি সিন্ডিকেটের ৪৪০তম ‘সভায় উপস্থাপিত তদন্ত রিপোর্টের তথ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগে বেশ কিছু গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়ে। সূত্র জানায়, ২০০৫ সালের ১ জুলাই থেকে ২০০৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া ৬৬ কর্মচারীর মধ্যে অধিকাংশই নিয়োগ পেয়েছে দলীয়করণ এবং আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে। চবির তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক এজেএম নূরুদ্দীন চৌধুরী, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ইদ্রিস মিয়ানসহ একটি সিন্ডিকেট নগদ অর্থের বিনিময়ে এসব নিয়োগ দেন। এতে প্রতি কর্মচারীর কাছ থেকে নেয়া হয়েছে দেড় থেকে দু’লাখ টাকা।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আনিসুল ইসলামকে প্রধান করে গঠিত ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটির জমা দেয়া রিপোর্টের ৬(খ) ধারায় বলা হয়, রেজিস্ট্রার কর্তৃক জায়গা খালি রাখার এবং স্বাক্ষর ব্যতিরেকে নিয়োগপত্র ইস্যু বা বিতরণের নির্দেশ গুরুতর অনিয়ম এবং উদ্দেশ্যমূলক। ৪ নং ধারায় বলা হয় কাজের পরিধি, তহবিলের অবস্থা, জনবল নিয়োগের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের শর্তাবলী যাচাই না করে এডহক ভিত্তিতে এসব নিয়োগ দেয়া হয়েছে। রিপোর্টের ২(খ) ধারায় বলা হয়, মোঃ মফিজুল হক নামে এক কর্মচারীকে কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অথচ কম্পিউটার সম্পর্কে তার ন্যূনতম ধারণাও নেই। এ রকম অসংখ্য অনিয়মের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জমা দেয়া এ তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ৪৪০তম সিন্ডিকেট অধিকতর তদন্তের জন্য আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটিকে অবৈধভাবে ৬৬ কর্মচারী নিয়োগের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আগামী একমাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রিপোর্ট জমার পরে ৬৬ কর্মচারীর মধ্যে ৬০ জনেরও বেশি কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হতে পারে।

## চাকরিচ্যুত হচ্ছে চিহ্নিতরা

ড. আনিসুল হকের তদন্ত কমিটি ২০০৫ সালের ১ জুলাই থেকে এডহক ভিত্তিতে তৃতীয় শ্রেণীর নন-টেকনিক্যাল ক্যাটাগরিতে ১২ কর্মচারীর অবৈধ নিয়োগ চিহ্নিত করে। ২০০৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এডহক ভিত্তিতে চতুর্থ শ্রেণীতে নিয়োগ দেয়া হয় আবদুল ওহাব, নুর মোহাম্মদ আবু সাদেক, তৃতীয় শ্রেণীতে জয়নাল আবেদিন ও শরীফুল ইসলাম নামে ৫ কর্মচারী নিয়োগ পান। এসব কর্মচারীর মধ্যে ৩০ জনকে নিয়োগ দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোর কোন মতামত গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কোন বাজেট বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ দেয়া হয় ৪৫ জনকে। যাদের বেতনভাতা দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে বর্তমান প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নতুন গঠিত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দেয়ার পর পরই চবির এসব অবৈধ নিয়োগ বাতিল করা হতে পারে। পাশাপাশি তদন্ত কমিটিকে এসব নিয়োগের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. সুলতান আহমেদ জানান, যদি কোন অবৈধ নিয়োগ প্রমাণিত হয় তবে জাতীয় অর্থ অপব্যয়ের অপরাধে সংশ্লিষ্টদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে দুর্নীতি দমন কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অনুরোধ জানানো হবে। পাশাপাশি নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ বাতিল করা হবে। চবির বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. এম বদিউল আলম বিষয়টি তদন্তাধীন থাকায় কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিকে, তদন্ত কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অনিয়মের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া কর্মচারীরা। জনপ্রতি দেড়-দু’লাখ টাকার বিনিময়ে এসব পদে নিয়োগ পেলেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা হবে কিনা তা তাদের ভাবিয়ে তুলেছে।